পঞ্চম অধ্যায়

মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন

মুদ্রা নীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুসৃত ২০০৮ অর্থবছরের মুদ্রানীতির অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে প্রক্ষেপিত মাত্রায় অর্থনীতির প্রকৃত প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি যুক্তিসংগত পর্যায়ে মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখার জন্য মুদ্রানীতির হাতিয়ারগুলোর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। দু'দফা বন্যা ও ২০০৭-০৮ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ের কারণে কৃষিখাত এবং গ্রামীণ অর্থনীতির স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হওয়া এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়ামসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখী গতিধারা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও বিনিয়োগ ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সাময়িক ধীরগতির মত অপ্রত্যাশিত অভ্যন্তরীণ অভিঘাত ও প্রতিকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে মুদ্রানীতিতে অনুসৃত কৌশল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। উদ্ভুত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে পর্যাপ্ত ঋণপ্রবাহ নিশ্চিত করে কৃষি খাত এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিসঞ্চারের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানি ত্বরান্বিত করে সরবরাহ পরিস্থিতি উন্নতির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতির হার সহনীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াসে আলোচ্য অর্থবছরে মুদ্রানীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়।

দেশীয় মুদ্রার অবচিতির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি রোধকল্পে এ সময়ে বাজারে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয়ের মাধ্যমে বিনিময় হার মোটামুটি স্থিতিশীল রাখা হয়। এ ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত ও পণ্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধকল্পে কিছু আবশ্যকীয় পণ্য (চাল, গম, চিনি, ভোজ্য তেল, ছোলা, মটর, পেঁয়াজ, মশলা, খেজুর ইত্যাদির) আমদানি ঋণের (অর্থায়নের) ক্ষেত্রে সুদের হার সাময়িকভাবে ১২% এ নির্ধারণ করে। মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় আরো গতিশীলতা আনার পাশাপাশি সরকারি সিকিউরিটিজের একটি স্পন্দনশীল ও কার্যকর সেকেন্ডারী মার্কেট সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী, প্রভিডেন্ড ফান্ড, মিউচ্যুয়াল ফান্ড প্রভৃতি দীর্ঘ মেয়াদি আমানত সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য ২০০৭-০৮ অর্থবছর হতে ১৫ ও ২০ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারী বণ্ড (বিজিটিবি) ইস্যুর কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রাইমারী ডিলার সিস্টেমকে উজ্জীবিতকরণের মাধ্যমে সেকেন্ডারী বন্ড মার্কেটকে আরও সক্রিয় করার লক্ষ্যে চলতি অর্থবছর থেকে প্রাইমারী অকশনে প্রাইমারী ডিলারদের Underwriting Obligation নির্ধারণ, তাদের Underwriting Commission ও বিশেষ তারল্য সুবিধা (Special Liquidity Support) প্রদানের ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিশেষ Trading Window এর মাধ্যমে প্রাইমারী ডিলারদের সাথে সরকারি বন্ড ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধাও চালু করা হয়।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

২০০৭-২০০৮ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই ২০০৭ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০০৮) ব্যাপক মুদ্রা ($এম_২$) যোগান ১৮৪২৮.৮০ কোটি টাকা বা শতকরা ৮.৬৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের অনুরূপ সময়ে এ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১৮৮০৫.০০ কোটি টাকা বা শতকরা ১০.৩৮ ভাগ। ব্যাপক মুদ্রা ($এম_২$) যোগান জুন ২০০৭ শেষে ২১১৯৮৬.২০ কোটি টাকা হতে ১৮৪২৮.৮০ কোটি টাকার বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০০৮ এর শেষে ২৩০৪১৫.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাপক মুদ্রা ($এম_২$) যোগানের উপাদান-ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই ২০০৭ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০০৮) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সী নোট ও মুদ্রা শতকরা ১২.১২ ভাগ, মেয়াদি আমানত শতকরা ৮.৮৪ ভাগ এবং তলবি আমানত শতকরা ৩.৯২ ভাগ বৃদ্ধির ফলে ব্যাপক মুদ্রার সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় শতকরা ৮.৬৯ ভাগ। আলোচ্য সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ[১] ২৩০০৩.৮০ কোটি টাকা বা শতকরা ১১.২৬

ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ১৭০৩৬.১০ কোটি টাকা বা শতকরা ৯.৫৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অভ্যন্তরীণ ঋণের খাত-ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই ২০০৭ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০০৮ পর্যন্ত) ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ[১] (নীট) জুন ২০০৭ এ ৩৬০৪০.০০ কোটি টাকা থেকে ৫৫১৭.১০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৫.৩১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ (নীট) শতকরা ১২.৬২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ২০৯৮৫.৭০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৩.৯২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৯.৭০ ভাগ। অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ঋণ প্রবাহ শতকরা ২০.০৫ ভাগ হ্রাস পেলেও সরকারি ও বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ যথাক্রমে শতকরা ১৫.৩১ ভাগ ও ১৩.৯২ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় আলোচ্য সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ শতকরা ১১.২৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য সময়ে অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ঋণ প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি সরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হিসেবে তফসিলী ব্যাংকগুলোর নিকট বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর দায় সরকারি খাতে স্থানান্তর ও পূর্ব নির্ধারিত নিলাম পঞ্জিকা অনুযায়ী বণ্ড বিক্রয়কে উল্লেখ করা যায়। উল্লেখ্য ইতোমধ্যে সরকারি খাতের উদ্বৃত্ত হতে বিল/বণ্ড পুনঃক্রয় করা শুরু হয়েছে। এতে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে গৃহীত সরকারের ঋণ কমে আসবে। সারণী ৫.১ এবং লেখচিত্র ৫.১ ও ৫.২ এ ব্যাপক মুদ্রা (এম$_২$) যোগান পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানগুলোর গতিধারা ও উপাদানভিত্তিক শতকরা বিভাজন উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ৫.১ঃ মুদ্রা ও ঋণ যোগানের গতিধারা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	জুন ২০০৬	জুন ২০০৭	ফেব্রুয়ারি ২০০৮	পরিবর্তন			
				জুলাই'০৭ - ফেব্রুয়ারি'০৮	জুলাই'০৬ - ফেব্রুয়ারি'০৭	মার্চ'০৭- ফেব্রুয়ারি ০৮	মার্চ'০৬- ফেব্রুয়ারি '০৭
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। ব্যাপক মুদ্রা (এম$_২$) যোগান (ক+খ+গ)	১৮১১৫৬.১০	২১১৯৮৬.২০	২৩০৪১৫.০০	১৮৪২৮.৮০ (+৮.৬৯)	১৮৮০৫.০০ (+১০.৩৮)	৩০৪৫৩.৯০ (+১৫.২৩)	৩৩২৭৯.৩০ (+১৯.৯৭)
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সী নোট ও মুদ্রা	২২৮৬২.১০	২৬৬৪৩.৮০	২৯৮৭২.৯০	৩২২৯.১০ (+১২.১২)	৩৫৫২.৬০ (+১৫.৫৪)	৩৪৫৮.২০ (+১৩.০৯)	৪৯০০.৭০ (+২২.৭৮)
খ) তলবি আমানত[১/]	২০২৭২.১০	২৪০০৬.২০	২৪৯৪৬.৭০	৯৪০.৫০ (+৩.৯২)	৭৭৫.৪০ (+৩.৮২)	৩৮৯৯.২০ (+১৮.৫৩)	৩৬৮৭.৭০ (+২১.২৪)
গ) মেয়াদি আমানত	১৩৮০২১.৯০	১৬১৩৩৬.২০	১৭৫৫৯৫.৪০	১৪২৫৯.২০ (+৮.৮৪)	১৪৪৭৭.০০ (+১০.৪৯)	২৩০৯৬.৫০ (+১৫.১৫)	২৪৬৯০.৯০ (+১৯.৩২)
২। ব্যাপক মুদ্রা (এম$_২$) যোগান পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদান (ক+খ)	১৮১১৫৬.১০	২১১৯৮৬.২০	২৩০৪১৫.০০	১৮৪২৮.৮০ (+৮.৬৯)	১৮৮০৫.০০ (+১০.৩৮)	৩০৪৫৩.৯০ (+১৫.২৩)	৩৩২৭৯.৩০ (+১৯.৯৭)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২২০১১.৩০	৩২৮৮৮.৪০	৩৪০৭৬.৪০	১১৮৮.০০ (+৩.৬১)	৪১৫২.৯০ (+১৮.৮৭)	৭৯১২.২০ (+৩০.২৪)	৭৭৪৯.৪০ (+৪২.০৮)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ(১)+(২)	১৫৯১৪৪.৮০	১৭৯০৯৭.৮০	১৯৬৩৩৮.৬০	১৭২৪০.৮০ (+৯.৬৩)	১৪৬৫২.১০ (+৯.২১)	২২৫৪১.৭০ (+১২.৯৭)	২৫৫২৯.৯০ (+১৭.২২)
(১) ব্যাংক ব্যবস্থায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ[২/] (ক+খ+গ)	১৭৭৭৪৩.০০	২০৪২৬৭.৬০	২২৭২৭১.৪০	২৩০০৩.৮০ (+১১.২৬)	১৭০৩৬.১০ (+৯.৫৮)	৩২৪৯২.৩০ (+১৬.৬৮)	৩০৭৭৭.০০ (+১৮.৭৭)
(ক) সরকারি খাত (নীট) [২/]	৩১৬২৪.১০	৩৬০৪০.০০	৪১৫৫৭.১০	৫৫১৭.১০ (+১৫.৩১)	৩৯৯০.০০ (+১২.৬২)	৫৯৪৩.০০ (+১৬.৬৯)	৮২৮২.৯০ (+৩০.৩১)
(খ) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত[২/]	১৫১৪৫.৬০	১৭৪৫৫.৫০	১৩৯৫৬.৫০	-৩৪৯৯.০০ (-২০.০৫)	৩৪৫.৬০ (+২.২৮)	-১৫৩৪.৭০ (-৯.৯১)	১২৭০.৬০ (+৮.৯৩)
(গ) বেসরকারি খাত[২/]	১৩০৯৭৩.৩০	১৫০৭৭২.১০	১৭১৭৫৭.৮০	২০৯৮৫.৭০ (+১৩.৯২)	১২৭০০.৫০ (+৯.৭০)	২৮০৮৪.০০ (+১৯.৫৫)	২১২২৩.৫০ (+১৭.৩৩)
(২) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১৮৫৯৮.২০	-২৫১৬৯.৮০	-৩০৯৩২.৮০	-৫৭৬৩.০০ (-২২.৯০)	-২৩৮৪.০০ (-১২.৮২)	-৯৯৫০.৬০ (-৪৭.৪২)	-৫২৪৭.১০ (-৩৩.৩৫)

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। নোটঃ বন্ধনীর উপাত্ত শতকরা পরিবর্তনের হার নির্দেশক।

১/ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থার আমানতসহ। ২/ Accrued interest সহ।

[1] / Accrued interest mn|

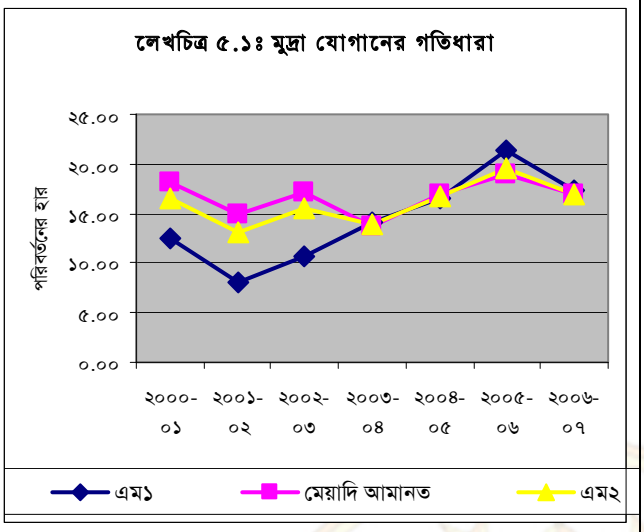

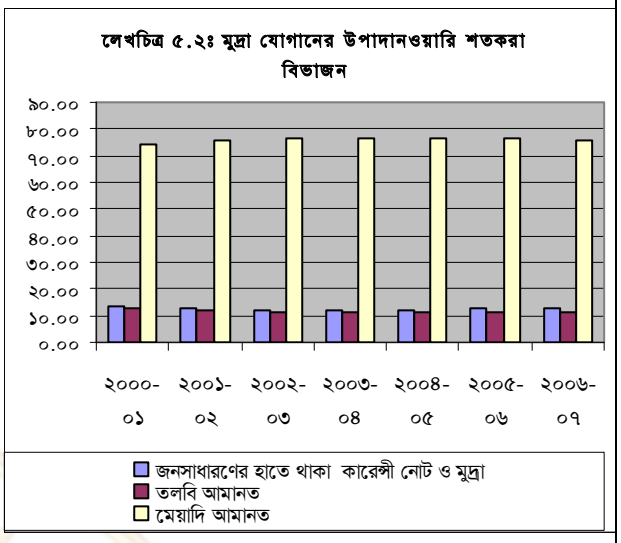

রিজার্ভ মুদ্রা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রিজার্ভ মুদ্রা (RM) সার্বিক মুদ্রা প্রক্ষেপণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মুদ্রা নীতি ও তারল্য ব্যবস্থাপনায় অপারেটিং টার্গেট (operating target) হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনায় আনীত পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনা (Government Debt Management) এবং মুদ্রা নীতি পরিচালনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা পরিবর্তিত হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা নীতি পরিচালনার জন্য নিজস্ব ইন্সট্রুমেন্ট হিসেবে ৩০-দিন ও ৯১-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিল অক্টোবর ২০০৬ থেকে পুনরায় চালু করেছে। ফলে, বর্তমানে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ ব্যাংক বিল (৩০-দিন ও ৯১-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিল)-এর নিলাম রিজার্ভ মুদ্রার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করার এবং রেপো ও রিভার্স রেপোর নিলাম সূক্ষ্ম সমন্বয়করণের (fine tuning) কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই ২০০৭ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০০৮ পর্যন্ত) রিজার্ভ মুদ্রা জুন ২০০৭ এর শেষে ৪৪৫৫৫.০০ কোটি টাকা থেকে ৩২৪৫.৮০ কোটি টাকা বা শতকরা ৭.২৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০০৮ এর শেষে ৪৭৮০০.৮০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে রিজার্ভ মুদ্রা ৫৮৫৪.৬০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৫.৪৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য সময়ে সরকারি খাত ও অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাত-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা যথাক্রমে শতকরা ২১.৪৬ ভাগ ও শতকরা ৭.০২ ভাগ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও অ-ব্যাংক আমানত গ্রহণকারী সংস্থা ও তফসিলী ব্যাংক এর কাছে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা যথাক্রমে শতকরা ৩৬.৩৯ ভাগ ও শতকরা ৩০.৫৩ ভাগ এবং অন্যান্য পরিসম্পদ (নীট) ও বৈদেশিক সম্পদ (নীট)-এর শতকরা ৩০.৬২ ভাগ ও ৪.৩২ ভাগ বৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধিতে ধনাত্মক প্রভাব ফেলে। ব্যাপক মুদ্রা যোগানের গুণক (ব্যাপক মুদ্রা/রিজার্ভ মানি) যা জুন ২০০৭ এর শেষে ছিল ৪.৭৫৮ ভাগ তা বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০০৮ এর শেষে ৪.৮২০ ভাগে দাঁড়ায়। এ সময়কালে মুদ্রা/আমানত অনুপাত ০.১৪৪ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ০.১৪৯ এবং রিজার্ভ/আমানত অনুপাত ০.০৯৪ থেকে হ্রাস পেয়ে ০.০৮৭ হয়। সারণী ৫.২-এ রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান ও এর পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানগুলোর তুলনামূলক অবস্থা দেখানো হল। উল্লেখ্য, আগামী বছর থেকে ২৮ দিন মেয়াদি ট্রেজারী বিল ও ৯১ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিল প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সারণি ৫.২: রিজার্ভ মুদ্রা পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানগুলোর তুলনামূলক অবস্থা

(কোটি টাকা)

বিবরণ	জুন ২০০৬	জুন ২০০৭	ফেব্রুয়ারি ২০০৮	পরিবর্তন			
				জুলাই'০৭ - ফেব্রুয়ারি'০৮	জুলাই'০৬ - ফেব্রুয়ারি'০৭	মার্চ'০৭- ফেব্রুয়ারি '০৮	মার্চ'০৬- ফেব্রুয়ারি '০৭
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। রিজার্ভ মুদ্রা (ক+খ+গ)	৩৭৮৬৩.২০	৪৪৫৫৫.০০	৪৭৮০০.৮০	৩২৪৫.৮০ (+৭.২৮)	৫৮৫৪.৬০ (+১৫.৪৬)	৪০৮৩.০০ (+৯.৩৪)	৯২৯৫.১০ (+২৭.০০)
ক) ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	২৪৮৯৪.১০	২৮৭৮৭.৪০	৩১৯৫১.৬০	৩১৬৪.২০ (+১০.৯৯)	৩৫৭৪.৫০ (+১৪.৩৬)	৩৪৮৩.০০ (+১২.২৩)	৫০৭৫.৬০ (+২১.৭০)
খ) বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত তফসিলী ব্যাংক এর স্থিতি	১২৪৩৬.৬০	১৫২২৪.০০	১৫২৯২.৮০	৬৮.৮০ (+০.৪৫)	২২৫৩.১০ (+১৮.১২)	৬০৩.১০ (+৪.১১)	৩৯৩৩.৮০ (+৩৬.৫৭)
গ) বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত অ-ব্যাংক আমানতগ্রহণকারী সংস্থার স্থিতি	৫৩২.৫০	৫৪৩.৬০	৫৫৬.৪০	১২.৮০ (+২.৩৫)	২৭.০০ (+৫.০৭)	-৩.১০ (-০.৫৫)	২৮৫.৭০ (+১০৪.৩৫)
২। রিজার্ভ মুদ্রা পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদান (ক+খ)	৩৭৮৬৩.২০	৪৪৫৫৫.০০	৪৭৮০০.৮০	৩২৪৫.৮০ (+৭.২৮)	৫৮৫৪.৬০ (+১৫.৪৬)	৪০৮৩.০০ (+৯.৩৪)	৯২৯৫.১০ (+২৭.০০)
ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	১৯১৪০.৬০	২৯২৬৫.৬০	৩০৫৩০.৯০	১২৬৫.৩০ (+৪.৩২)	৩৭১২.৯০ (+১৯.৪০)	৭৬৭৭.৪০ (+৩৩.৫৯)	৭২০৮.৭০ (+৪৬.০৮)
খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (১)+(২)	১৮৭২২.৬০	১৫২৮৯.৪০	১৭২৬৯.৯০	১৯৮০.৫০ (+১২.৯৫)	২১৪১.৭০ (+১১.৪৪)	-৩৫৯৪.৪০ (-১৭.২৩)	২০৮৬.৪০ (+১১.১১)
(১) অভ্যন্তরীণ ঋণ	৩২৪৭৪.১০	৩৩৫৩২.৪০	২৯৯২৬.৩০	-৩৬০৬.১০ (-১০.৭৫)	-১৫১.০০ (-০.৪৬)	-২৩৯৬.৮০ (-৭.৪২)	৬৬৭৫.৫০ (+২৬.০৩)
(ক) সরকার এর নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা (নীট)	২৫০২৬.১০	২৫৯৩১.১০	২০৩৬৫.১০	-৫৫৬৬.০০ (-২১.৪৬)	১৫১.৪০ (+০.৬০)	-৪৮১২.৪০ (-১৯.১১)	৬৫১৬.৬০ (+৩৪.৯২)
(খ) অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা	১০১৬.০০	৯৮৮.০০	৯১৮.৬০	-৬৯.৪০ (-৭.০২)	-৪১.১০ (-৪.০৫)	-৫৬.৩০ (-৫.৭৭)	-৪৭.৪০ (-৪.৬৪)
(গ) তফসিলী ব্যাংকগুলোর নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা	৬৩৪৬.৩০	৬৪৪২.১০	৮৪০৯.১০	১৯৬৭.০০ (+৩০.৫৩)	-৩১৬.৮০ (-৪.৯৯)	২৩৭৯.৬০ (+৩৯.৪৭)	১৪২.২০ (+২.৪২)
(ঘ) অ-ব্যাংক আমানতগ্রহণকারী সংস্থার নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা	৮৫.৭০	১৭১.২০	২৩৩.৫০	৬২.৩০ (+৩৬.৩৯)	৫৫.৫০ (+৬৪.৭৬)	৯২.৩০ (+৬৫.৩৭)	৬৪.১০ (+৮৩.১৪)
(২) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১৩৭৫১.৫০	-১৮২৪৩.০০	-১২৬৫৬.৪০	৫৫৮৬.৬০ (+৩০.৬২)	২২৯২.৭০ (+১৬.৬৭)	-১১৯৭.৬০ (-১০.৪৫)	-৪৫৮৯.১০ (-৬৬.৮০)

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। নোটঃ বন্ধনীর উপাত্ত শতকরা পরিবর্তনের হার নির্দেশক।

সুদের হার যৌক্তিকীকরণ

বাংলাদেশ ব্যাংক আগামের উপর সুদের হার যুক্তিসংগত পর্যায়ে নির্ধারণের মাধ্যমে উৎপাদনশীল খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করছে। বর্তমানে রপ্তানি ঋণ ব্যতীত আমানত ও ঋণের সুদের হার নির্ধারণে ব্যাংকগুলো ক্ষমতাপ্রাপ্ত। জানুয়ারি ১০, ২০০৪ হতে রপ্তানি ঋণের উপর ৭ শতাংশ সুদ হার নির্ধারিত রয়েছে। এছাড়াও সুদহার ব্যবধান (Interest Rate Spread) যৌক্তিকীকরণের বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংক নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করছে। রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে ২০০৪ সাল থেকে রপ্তানি ঋণের উপর নির্ধারিত স্থির সুদহার (৭ শতাংশ) বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। তবে আলোচ্য সময়ে অন্যান্য ঋণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (State Owned Commercial Banks) এর সুদের হার ২০০৭ সালের মার্চ মাসে বিদ্যমান হারের তুলনায় অপরিবর্তিত ছিল। সারণী ৫.৩ ও সারণী ৫.৪ এ ২০০৭ ও ২০০৮ সালের মার্চ মাসে যথাক্রমে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকের আমানত ও ঋণের সুদের হারের তুলনামূলক পরিবর্তন উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৫.৩ ঃ প্রকৃতিভেদে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আমানত/ঋণের সুদের হার

(শতকরা হার)

	সোনালী ব্যাংক লিঃ		জনতা ব্যাংক লিঃ		অগ্রণী ব্যাংক লিঃ		রূপালী ব্যাংক লিঃ	
	মার্চ ২০০৭	মার্চ ২০০৮	মার্চ ২০০৭	মার্চ ২০০৮	মার্চ ২০০৭	মার্চ ২০০৮	মার্চ ২০০৭	মার্চ ২০০৮
সঞ্চয়ী আমানতের উপর সুদহার	৫-৬.৫	৫-৬.৫	৫-৬	৫-৬	৪	৪	৪.৫	৪.৫
স্থায়ী আমানতের উপর সুদহার								
৩ মাস এবং তদুর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৭.৫	৭.৫-৮	৭	৭	৭-৭.৫	৭-৭.৫	৬.৫	৬.৫
১ বছর এবং তদুর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৮.২৫	৮.২৫-৯.২৫	৭.৭৫	৭.৭৫	৮-৮.৫	৮-৮.৫	৭.২৫	৭.২৫
ঋণ ও অগ্রিমের উপর সুদহার								
কৃষি ঋণ	২-১২.৫	২-১২.৫	২-১০	২-১০	৮	৮	৯-৯.৫	৯-৯.৫
বৃহৎ ও মাঝারি ঋণ	১২.৫	১২.৫	১১-১২.৫	১১-১২.৫	১৩	১৩	১২.৫	১২.৫
চলতি মূলধন ঋণ	১৩	১৩	১২-১৩.৫	১২-১৩.৫	১৪	১৪	১২.৫	১২.৫
রপ্তানি ঋণ	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭
বাণিজ্যিক ঋণ	১৪	১৪	১৪	১২-১৪	১৪.৫	১৪.৫	১৩.৫	১৩.৫
ক্ষুদ্র শিল্প মেয়াদি ঋণ	১২-১২.৫	১২-১২.৫	১০-১২	১০-১২	১২	১২	১০.৫-১১.৫	১০.৫-১১.৫
অন্যান্য	১৩-১৭	১৩-১৭	৫-১৭	৫-১৭	১৪	১৪	১০-১৩.৫	১০-১৩.৫

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ।

সারণি ৫.৪ ঃ প্রকৃতিভেদে বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর আমানত/ঋণের সুদের হার

(শতকরা হার)

	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক		বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক		রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক		বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা		বেসিক ব্যাংক লিঃ	
	মার্চ ২০০৭	মার্চ ২০০৮	মার্চ ২০০৭	মার্চ ২০০৮	মার্চ ২০০৭	মার্চ ২০০৮	মার্চ ২০০৭	মার্চ ২০০৮	মার্চ ২০০৭	মার্চ ২০০৮
সঞ্চয়ী আমানতের উপর সুদহার	৫	৫-৬	৪	৫	৪	৪	৫	৫	৬	৬
স্থায়ী আমানতের উপর সুদহার										
৩ মাস এবং তদুর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৭	৭.৫	৫.৭৫	৭	৬	৬	৭.২৫	৭.২৫-৭.৭৫	৭	৭
১ বছর এবং তদুর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৭.৭৫	৮.৫০	৬.৫০	৭.৭৫	৬.৫০	৬.৫	৮-৮.২৫	৮.০-৮.৭৫	৭.৭৫	৭.৭৫
ঋণ ও অগ্রিমের উপর সুদহার										
কৃষি ঋণ	৮-৯	৮-৯	১০	১০	৮	৮	-	-	১০	১০
বৃহৎ ও মাঝারি ঋণ	১১.৫	১২.৫০	১০-১২	১১.৫-১২.৫	১২	১২	১০-১২.৫	১০-১২.৫	১১.৫-১৩.৫	১১.৫-১৩.৫
চলতি মূলধন ঋণ	১২	১৩	১০-১২	১২-১৩.৫	১২-১৩	১২-১৩	১২	১২	১১.৫-১৪.৫	১১.৫-১৪.৫
রপ্তানি ঋণ	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭
বাণিজ্যিক ঋণ	১২	১৪	১৩.৫	১৩.৫	১৪	১৪	১২	১২	১৪.৫-১৫.০	১৪.৫-১৫
ক্ষুদ্র শিল্প মেয়াদি ঋণ	১০-১১.৫	১২-১২.৫	১০-১১	১০-১১	১২	১২	১১	১১	১১.৫-১২.৫	১১.৫-১২.৫
অন্যান্য	১১-১২	১১-১২	১০-১৪.৫	১০-১৪	১১-১২	১১-১২	১১	১১	১৫	১৫

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ।

আর্থিক বাজার ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের আর্থিক বাজার মূলতঃ ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজিবাজার নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে রয়েছে ৪টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (State-owned Commercial Banks-SCBs), ৩০টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ০৯ টি বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক, ০৫টি সরকারি মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক, ২৯টি ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), হাউজ বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন(এইচবিএফসি) এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ(ডিএসই) এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)।

ব্যাংকিং খাত

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে চার ধরনের (রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, স্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক) তফসিলী ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৪৮ টি তফসিলী ব্যাংক ৬৭২৩ টি শাখার মাধ্যমে তাদের কর্মকাণ্ড

পরিচালনা করে আসছে। এসব ব্যাংকের মধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ০৪ টি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৩০টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ০৯ টি বিদেশী মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ০৫টি সরকারি মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত আছে । মোট ব্যাংক শাখার মধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা ৩৩৮৩টি, স্থানীয় বেসরকারি ব্যাংকের শাখা ১৯২৮টি, বিদেশী ব্যাংকের শাখা ৫৩টি এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের শাখা ১৩৫৯টি । এছাড়াও তফসিলভুক্ত নয় তবে সরকারি এ্যাক্ট/অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরিচালিত এমন ১টি জাতীয় সমবায়, ১টি আনসার ভিডিপি, ১ টি কর্মসংস্থান ও ১টি গ্রামীণ ব্যাংক রয়েছে। বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলী ব্যাংক এর ৩৮৯৫টি শাখা গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের শাখা সুষমকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ পর্যন্ত তফসিলী ব্যাংক এর মোট ১২৭টি নতুন শাখা খোলা হয়েছে এবং ০১টি বিদ্যমান শাখা বন্ধ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ শেষে ব্যাংকের ধরণ অনুযায়ী বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো এবং ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত মোট আমানত ও সম্পদের শতকরা অংশ সারণি ৫.৫ এ সন্নিবেশিত হ'লঃ।

সারণিঃ ৫.৫ বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো (ফেব্রুয়ারি ২০০৮ পর্যন্ত)

ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদের শতকরা অংশ*	মোট আমানতের শতকরা অংশ*
রাষ্ট্রীয়	৪	৩৩৮৩	২৯.২৭	৩৩.৩৮
বিশেষায়িত	৫	১৩৫৯	৫.৭৯	৫.৬৭
বিরাষ্ট্রীয়	৩০	১৯২৮	৫৬.৩৭	৫৩.৮৫
বিদেশী	৯	৫৩	৮.৫৭	৭.১০
মোট	৪৮	৬৭২৩	১০০.০০	১০০.০০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * ডিসেম্বর ২০০৭/ পর্যন্ত।

মূলধন পর্যাপ্ততা, সম্পদের গুণগত মান, আয়-ব্যয় অনুপাত প্রভৃতির আলোকে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকগুলো তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও ব্যাংক শাখার বিস্তার পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোতে সাধারণ মানুষের অধিকতর প্রবেশগম্যতা (access) রয়েছে। উল্লেখ্য, ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ শেষের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, দেশের গ্রামাঞ্চলে বিদেশী ব্যাংক এর কোন শাখা নেই এবং স্থানীয় বেসরকারি ব্যাংক এর মোট শাখার মাত্র ২৮.৩৭ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক এর মোট শাখার প্রায় ৬৩.৪১ শতাংশ এবং বিশেষায়িত ব্যাংক এর মোট শাখার প্রায় ৮৮.৫২ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। ব্যাংক শাখার বিস্তার এবং ধরন অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক শাখার সংখ্যা (শতাংশে) যথাক্রমে সারণী ৫.৬ এবং লেখচিত্র ৫.৩-এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৫.৬ঃ ব্যাংক শাখার বিস্তার (ফেব্রুয়ারি ২০০৮ পর্যন্ত)

ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা			মোট শাখার সংখ্যা শতাংশে		
		শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	মোট	শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	মোট
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	৪	১২৩৮	২১৪৫	৩৩৮৩	৩৬.৫৯	৬৩.৪১	১০০
বিশেষায়িত	৫	১৫৬	১২০৩	১৩৫৯	১১.৪৮	৮৮.৫২	১০০
বিরাষ্ট্রীয়	৩০	১৩৮১	৫৪৭	১৯২৮	৭১.৬৩	২৮.৩৭	১০০
বিদেশী	৯	৫৩	----	৫৩	১০০.০০	---	১০০
মোট	৪৮	২৮২৮	৩৮৯৫	৬৭২৩	৪২.০৬	৫৭.৯৪	১০০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্রঃ ৫.৩ গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকসমূহের শাখার বিস্তার

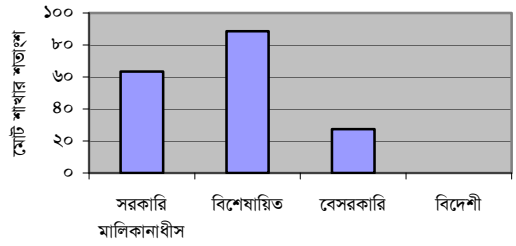

*ফেব্রুয়ারি ২০০৮ পর্যন্ত।

সারণি ৫.৭ বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনাকারী ৪৮টি সিডিউল ব্যাংকের আয়-ব্যয়ের হিসাব

(কোটি টাকা)

ব্যাংকের নাম	২০০৫		২০০৬		২০০৭ (৩১ মার্চ পর্যন্ত) (সাময়িক)	
	আয়	ব্যয়	আয়	ব্যয়	আয়	ব্যয়
সোনালী ব্যাংক লিঃ	১৯৮৬.৪	১৯৬৫.৬	২৩১৩.০	২০১২.৫	৫৬৭.২	৫৪৬.২
জনতা ব্যাংক লিঃ	১৩১৪.৮	৯৮৪.৭	১৬২৭.২	১২০৫.৯	৪২০.৫	৩৩৮.২
অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	১০৭৯.৭	৮৪৫.৭	১২৩৩.১	৮৭৪.৯	২৯৭.৩	২০৮.২
রূপালী ব্যাংক লিঃ	৪৭৫.৯	৩৯৪.৮	৪৮৩.৮	৪৫৮.৩	১৩৪.৬	১১৫.৯
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৩৯২.৩	৫৭৬.৭	৪৭৩.১	৬৫০.৪	৩৯৯.৮	৫২৮.৩
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১৬০.৩	১৯৭.০	১৭৩.৬	২১৫.৭	১৫০.০	১৭০.০
বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক	৭২.২	৯৪.১	৭১.৩	৩৭.৮	৩০.৩	১৮.৬
বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা	২২.২	১১.২	৩০.২	১৯.৬	১৯.৩	৯৫.৮
বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	২২২.৯	১৩৫.৫	২৮৭.০	১৭০.০	৭৬.৬	৫২.৩
পূবালী ব্যাংক লিঃ	৪৪৩.৬	৩০৬.৩	৫৪৯.৪	৩৬৮.৪	১৫৫.৩	৯৮.৭
উত্তরা ব্যাংক লিঃ	৪২৬.৫	২৬৫.০	৪৪৩.৫	৩১৫.৩	১৭৮.০	১৪৪.৬
আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড	৩১৩.৯	২৪৭.৪	৫০৩.০	৩৫০.৩	১৭৯.৮	১৪৫.৮
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	৪২০.১	৩৩৫.১	৫৭২.৯	৪৫৮.২	২০১.৫	১৫৮.৪
দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড	৩৪৭.৭	২২২.৮	৫২১.৭	৩৭২.৩	১৩৪.৬	১০৭.১
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	১০৫৮.৭	৮৪৬.৩	১৪০৩.৮	১১১৩.০	৩৮১.২	২৭২.১
আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড	২৬৭.২	২১২.৩	৩৬৮.৮	২৮২.৫	৯৭.২	৭৬.১
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	৩১৮.৮	২০৩.৬	৪১১.৮	২৭৬.৬	১২৬.৪	৮৬.২
দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড	২০৪.৭	২৬২.০	১৬৮.৩	২৮৪.৬	২৫.৬	৬৬.৬
ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড	২৯৫.৭	১৯০.১	৪২৭.১	২৮৮.৩	১২৪.৮	৭৮.৩
ন্যাশনাল ক্রেডিট এণ্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	২৯৩.২	১৯১.৪	৩৯১.৩	২৬৪.৫	১১০.৯	৮০.৮
প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	৬৫৪.২	৪৮৮.০	৬৯৩.৪	৪৮০.৮	৩১৪.৪	২৬১.৫
সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	৪৬৮.৯	৩২১.৬	৬৭৬.৬	৪৭০.৩	২০০.০	১৩৪.১
ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	৩৬৩.৬	২৭৪.৩	৫৪৫.৭	৪২৬.৪	২০৩.৬	১৬৬.০
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৪৫.৩	৯৭.৫	২১৭.২	১২০.৩	৫৪.০	৪৩.০
সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৯২.২	১৭০.৯	২২২.৯	১৯৩.৩	৫৭.১	৪৬.৩
ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড	৩৪৩.৫	২৪৯.৫	৫১৮.১	৪১০.১	১৫৯.৮	১২৭.১
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড	৩৪৭.৩	২৫০.৫	৪৬৩.১	৩৪৫.৩	১৩২.৬	৯৬.৭
স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	১৬০.২	৯৮.৬	২২০.৬	১৪৭.৩	৮১.৮	৬৯.৫
ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড	২০০.৭	১৫২.০	২৮৮.৬	২২১.১	২৭.১	১২.৪
এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিঃ	৩৫০.৭	২৩৩.১	৪৯৬.৮	৩৫৮.৯	১৭৮.০	১৪৮.৬
বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	২৩.৯	১২.৩	৫৭.৮	৪৭.৯	১৫.০	১২.০
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	২১৩.৬	১৪৬.৮	২৯৯.৪	২০২.৪	৮৪.২	৬৩.৪
ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিমিটেড	২০১.৯	১৮৯.৪	১৯২.১	১৭১.৮	৮৬.১	৮০.৯
দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	২৮৬.৪	১৯৬.৫	৩৬২.২	২৬৮.০	৯৫.৬	৭৪.৪
ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	২৫২.৫	১৭২.৪	৩৭৭.৪	২৭০.২	১০৮.৭	৭৫.০
দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৪৪.৫	১১৪.৯	৮৫.২	৩০.৫	৬৯.৬	৫৩.৮
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৬২.১	১১১.৯	২৫৭.০	১৭২.৫	৮০.৮	৬০.৫
যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	১৭৪.৯	১৩৩.০	২৭৫.০	২০৪.৯	৮৬.৮	৭৪.৮
ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড	২০৩.০	১৮৩.৮	৩৭১.১	৩৩৭.৭	২১২.৫	২০৩.৬
স্ট্যাণ্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লিমিটেড	৬৪৭.৮	১৯৮.৭	৮৪০.০	২২৯.৮	২২৩.১	৬২.৪
হাবিব ব্যাংক লিমিটেড	২০.৮	১১.৫	৩৩.৪	১৪.২	১০.২	৫.৫
স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া	৫১.১	২৬.৫	৮২.৮	৫২.৭	২৪.৬	১৮.৮
কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলোন লিমিটেড	১০৩.১	৫৭.২	১২৫.৬	৭১.৬	৩২.৬	২১.৮
ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান লিমিটেড	৪৬.৭	২৬.৯	৬১.৩	৩৬.২	১৬.১	১১.৫
সিটি ব্যাংক এন.এ.	১৪৮.১	৩০.৩	২১২.৮	৪৫.০	৭১.০	৪৭.২
উরি ব্যাংক	৫৫.৪	১৭.৫	৭২.৪	২৭.৮	১৮.৯	৬.৮
দি এইচ এস বি সি লিমিটেড	২৬৩.২	৬৯.৯	৩৬৭.৩	৭৮.৮	১০৪.৩	৩৫.৬
ব্যাংক আলফালাহ্ লিমিটেড	১৪.৬	১১.৪	৫৯.০	৪৯.৩	২২.৫	১৭.৭

উৎসঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী, অর্থ বিভাগ।

ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাংকিং খাতের পাশাপাশি বেশ কিছু অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Non-Bank Financial Institutions) দেশের শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ণ, পরিবহন ও তথ্য প্রযুক্তি প্রভৃতি খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান অব্যাহত রেখেছে। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরের ৩১ শে ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত দেশে লাইসেন্স প্রাপ্ত অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ২৯টি। বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠানের ২৯টি প্রধান কার্যালয়সহ মোট ৩৭টি শাখা ঢাকা শহরে এবং ২৬টি শাখা দেশের অন্যান্য স্থানে কাজ করছে। ৩০ জুন ২০০৭ পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৮৫.০৩ কোটি টাকা এবং ৩১ শে ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে প্রদত্ত বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৯০৯.১৮ কোটি টাকা। ঋণ পরিস্থিতি পর্যালোচনার পাশাপাশি এর আদায় জোরদারকরণের মাধ্যমে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী ও কার্যকর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তফসিলী ব্যাংক এর ন্যায় অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রেও ঋণ শ্রেণীকরণ এবং প্রভিশনিং এর নিয়ম চালু রয়েছে। ৩১ শে ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রেণীকৃত ঋণের হার দাঁড়ায় শতকরা ৭.০৫ ভাগ এবং নীট স্থগিত সুদ ও রক্ষিত প্রভিশন বাদে শ্রেণীকৃত ঋণের হার দাঁড়ায় শতকরা ১.৩৬ ভাগ।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য খাতে অর্থায়ন

বাংলাদেশের কৃষি ভরণপোষণ (Subsistence Level) পর্যায়ে পরিচালিত হচ্ছে বিধায় প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে কৃষি ঋণ একটি ভিন্ন মাত্রার গুরুত্ব বহন করে। দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি খাতের এবং পল্লী অঞ্চলের ভূমিকা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে ব্যাংক ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে সরকারের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রম আলোচ্য অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। কৃষি ও পল্লী খাতে ঋণ প্রবাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে আলোচ্য অর্থবছরে ৮৩০৮.৫৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে (এপ্রিল ২০০৮ পর্যন্ত) কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৭৩১.৩৬ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার শতকরা প্রায় ৮১.০২ ভাগ। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক এবং বিআরডিবির বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচিতে স্বকর্মসংস্থানমূলক ও আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার অন্যূন শতকরা ২৫ ভাগ উল্লিখিত দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচির জন্য নির্ধারিত রাখা হয়।

কৃষি-নির্ভর উন্নয়নশীল দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাংখিত গতিশীলতা অর্জনে দ্রুত শিল্পায়ন তথা শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রয়াস হিসেবে বিগত বছরগুলোতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শিল্প ঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত থাকায় দেশে রাষ্ট্রীয় ভাবে শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই ২০০৭ থেকে মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত) শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪৩১২৮.৮৮ কোটি টাকা ও ২৯৯৪৮.৩১ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে বিতরণ ও আদায় এর তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৩৫.২০ ভাগ এবং ২৫.২৪ ভাগ বেশি।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে কর্মসংস্থান দ্রুত সৃষ্টি করা সম্ভব; ঐ বিবেচনায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ এ শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য সরকার বাণিজ্যিক ব্যাংক এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করছে। আলোচ্য এ ঋণ বিতরণের পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টাপ্রাইজ (SME) খাতে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে তফসিলী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৪-২০০৫ অর্থবছর থেকে ১০০ কোটি টাকার একটি স্কীম প্রবর্তন করেছে। ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে বর্তমানে উক্ত তহবিল ৩০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম (মাইক্রোফাইন্যান্স)

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের স্বার্থে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মান নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে সরকার ১৬ জুলাই, ২০০৬ তারিখে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ প্রণয়ন করে, যা ২৭ আগষ্ট, ২০০৬ তারিখ থেকে কার্যকর হয়। এ আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। আইনের মাধ্যমে অথরিটির বিষয়াদি ও কার্যাবলীর সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আইনের ১৫(২) ধারা অনুযায়ী আইন বলবৎ হবার পূর্বে কার্যরত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে মোট ৪২৩৫টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অথরিটির বরাবরে সনদের জন্য আবেদন করে। তবে যে সকল প্রতিষ্ঠান আইন কার্যকর হবার পর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করেছে তাদেরকে লাইসেন্সের জন্য বিবেচনায় আনা হয়নি। আলোচ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যাদের ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ন্যূনতম ১০০০ অথবা ঋণস্থিতি (আসল) ন্যূনতম ৪০ লক্ষ টাকা সে জাতীয় ৭১১টি প্রতিষ্ঠানের আবেদনপত্র ন্যূনতম মানদন্ডে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয় এবং তাদের আবেদনপত্রের প্রাথমিক মূল্যায়ন ও তাদের কার্যক্রম মাঠপর্যায়ে যাচাইপূর্বক মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত ২১৮ টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সনদ ইস্যু করা হয়। অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর আবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে।

ব্যাংকিং, মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ

আইনগত সংস্কার

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির স্বার্থে "অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩" কার্যকর করার পাশাপাশি খেলাপি ঋণ আদায় ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারের গঠিত খেলাপি ঋণ সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশমালা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের আদায় কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে প্রবর্তিত এ আইনে ঋণের বিপরীতে রক্ষিত জামানত আদালতের পুর্বানুমোদন ব্যতিরেকেই বিক্রয়ে ব্যাংকগুলোকে ক্ষমতা প্রদান করায় মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ আদায়ে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর, ২০০৭ পর্যন্ত অর্থঋণ আদালতে মামলা হয়েছে ১,০২,৩৪০ টি এবং দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ ২৬,৫৭৭.৪৩ কোটি টাকা । তন্মধ্যে মীমাংসাকৃত মামলা ৬১,৫৮৬টি এবং আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ৩৪২৬.৮৫ কোটি টাকা ।

ব্যাংকিং খাত সংস্কার

বাংলাদেশ ব্যাংক এর সংস্কার

সুষ্ঠু মুদ্রা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর যথাযথ তত্ত্বাবধানে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন এবং সর্বোত্তম আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং রীতিনীতি প্রবর্তন ও ব্যাপকভিত্তিক কম্পিউটারাইজেশন প্রক্রিয়ায় অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক-কে একটি কার্যকর, দক্ষ ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে "কেন্দ্রীয় ব্যাংক শক্তিশালীকরণ (Central Bank Strengthening Project)" শীর্ষক একটি প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে অন্যান্যের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গবেষণা ও নীতি পর্যালোচনায় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিশ্লেষণমূলক নীতি, সুপারিশ ও উপদেশ প্রদানের লক্ষ্যে Policy Analysis Unit (PAU) গঠন করা হয়েছে। এ ইউনিট মুদ্রা নীতি ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংসহ সামষ্টিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা রিপোর্ট/পলিসি পেপার তৈরি করে থাকে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংস্কার

ব্যাংকিং সেক্টরে একটি অভিন্ন নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং একটি সুষম প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি, আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়ন এবং ব্যবস্থাপনা ও কার্য সম্পাদনের গুনগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কতিপয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর আওতায় ৩০ মে, ৩১ মে ও ৫ই জুন, ২০০৭ তারিখে যথাক্রমে অগ্রণী, জনতা ও সোনালী ব্যাংককে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে; এবং একটি ভেন্ডর চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক (ন্যাশনালাইজেশন) আদেশ, ১৯৭২ এর ২৭ক ধারার আওতায় ভূতপূর্ব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর সম্পদ, দায় ও মূলধন ইত্যাদি নবগঠিত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে;
- তফসিলি ব্যাংক - এর তালিকায় "সোনালী ব্যাংক","জনতা ব্যাংক" ও "অগ্রণী ব্যাংক" এর নাম পরিবর্তন করে যথাক্রমে "সোনালী ব্যাংক লিমিটেড","জনতা ব্যাংক লিমিটেড" ও "অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড" নামকরণ করা হয়েছে;
- সরকার ব্যাংক ৩টির মালিকানা আপাতত পূর্ববৎ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও এর প্রাত্যহিক কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ ব্যতীত বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট অধিক দায়বদ্ধতার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে;
- আর্থিক দৈন্য কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো ইতোমধ্যে তাদের "Three Years Transitional Plan" প্রণয়ন করেছে;
- পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে পুনর্গঠিত ব্যাংকগুলোর লাভজনক ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ার বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদকে অধিক দায়বদ্ধ করা হয়েছে; এবং
- সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ নির্বাহী প্রধানদের নির্বাচিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

বেসরকারি ব্যাংকের সংস্কার

- দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ ব্যাপক পরিমাণ মূলধন ও প্রভিশন ঘাটতি, বিপুল অংকের শ্রেণীকৃত ঋণ, অকার্যকর ব্যবস্থাপনা ও প্রবল তারল্য সংকটে নিপতিত হওয়ায় ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থা অক্ষুন্ন রাখার পাশাপাশি আমানতকারীদের স্বার্থ ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৬ ও ৪৭ ধারার আওতায় দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদকে বাতিল ও ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অপসারণপূর্বক পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে;

- সরকারের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৭৪(৪) ধারার আওতায় দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ (পুনর্গঠন) স্কীম, ২০০৭ প্রণয়ন করেছে এবং উক্ত স্কীমের বিধান অনুযায়ী ব্যাংকটির মূলধন বৃদ্ধি এবং আমানতকারীদের দায় হতে নির্দিষ্ট হারে আমানতকারীদের নামে শেয়ার ইস্যু করার পর অবশিষ্ট দায় পর্যায়ক্রমে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে; এবং

- উক্ত স্কীমের বিধান অনুযায়ী ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের ৩৫,০৬,৭৪৩টি সাধারণ শেয়ার উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ICB Financial Group Holdings A.G. এর নিকট বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

আন্তর্জাতিক মানের ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তি আরও মজবুত, সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার পাশাপাশি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কার্যক্রমকে আরো বেশি শক্তিশালী ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে গৃহীত (মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত) এরূপ উল্লেখযোগ্য কতিপয় পদক্ষেপ ছিলঃ

- ব্যাংকের গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন তথা গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন ও সময়োপযোগী করার নিমিত্তে utility bill ছাড়াও রাষ্ট্রীয়, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সব বিল, ফি ইত্যাদি পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে চুক্তির ভিত্তিতে সম্ভাব্য সব ক্ষেত্রে online ব্যাংকিং সুবিধা চালু/সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ প্রদান;
- সরকারি সিকিউরিটিজের একটি স্পন্দনশীল ও কার্যকর সেকেণ্ডারী মার্কেট সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ২০০৩ সাল থেকে ৫ ও ১০ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারী বণ্ড (বিজিটিবি) ইস্যুকরণসহ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, মিউচ্যুয়াল ফাণ্ড প্রভৃতি দীর্ঘ মেয়াদি আমানত সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে সরকারি সিকিউরিটিজের একটি বেঞ্চ মার্ক Yeild Curve সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০৭-২০০৮ অর্থবছর থেকে ১৫ ও ২০ বছর মেয়াদি বিজিটিবি ইস্যুর কার্যক্রম শুরুকরণ;
- প্রাইমারী ডিলার সিস্টেমকে উজ্জীবিতকরণের মাধ্যমে সেকেণ্ডারী বণ্ড মার্কেটকে আরও সক্রিয় করার লক্ষ্যে ২০০৭-২০০৮ অর্থবছর হতে প্রাইমারী অকশনে প্রাইমারী ডিলারদের Underwriting Obligation নির্ধারণসহ তাদের Underwriting Commission ও বিশেষ তারল্য সুবিধা (Special Liquidity Support) প্রদানের ব্যবস্থাকরণ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিশেষ Trading Window এর মাধ্যমে প্রাইমারী ডিলারদের সাথে সরকারি বণ্ড ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা চালুকরণ;
- দেশে বিদ্যমান ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অবস্থিত ইসলামিক ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড (IFSB) এর সদস্য লাভের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংকিং এর নতুন বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টিকরণ;
- "Managing Core Risks in Banking" এ Asset and Liability/ Balance Sheet Risks এবং Foreign Exchange Risks রিভিউ করে ব্যাংকগুলোর তারল্য ঝুঁকি, সুদহার ঝুঁকি ও Foreign Exchange ঝুঁকি নির্ধারণের জন্য GAP analysis পদ্ধতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- মূলধন ভিত্তিকে সুসংহতকরণ ও Basel-II Accord বাস্তবায়নের নিমিত্তে ডিসেম্বর ৩১, ২০০৭ এর মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তাদের মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের ১০ শতাংশ মূলধন সংরক্ষণের পাশাপাশি তাদের স্থায়ী মূলধন (Core Capital) এর পরিমাণ মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের সর্বনিম্ন ৫ শতাংশে নির্ধারণ;
- কোন ব্যাংক অপর ব্যাংককে অর্থায়ন (Bank to Bank Finance) ও অপর কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অর্থায়ন (Bank to NBFI Finance) এর ক্ষেত্রে ঋণঝুঁকি নির্ণয়কল্পে যথাক্রমে "Credit Risk Grading Manual for Banks" এবং "Credit Risk Grading Manual for NBFIs" শীর্ষক ২টি পৃথক Manual প্রণয়ন;
- নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত ও পণ্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধকল্পে চাল, গম, চিনি, ভোজ্য তেল (পরিশোধিত ও অপরিশোধিত), ছোলা, মটর, পেঁয়াজ, মশলা, খেজুরের আমদানি ঋণের (অর্থায়নের ক্ষেত্রে) সুদের হার সাময়িকভাবে ১২ শতাংশে নির্ধারণ;
- বাণিজ্যিক ব্যাংক এর জন্য স্থিতিপত্র বহির্ভূত উপাদানগুলোর (Off-Balance Sheet Exposures) উপর ডিসেম্বর ৩১, ২০০৭ ভিত্তিক রক্ষিতব্য প্রভিশন শতকরা ০.৫০ ভাগ এবং ডিসেম্বর ৩১, ২০০৮ ভিত্তিক রক্ষিতব্য প্রভিশন শতকরা ১.০০ ভাগ নির্ধারণ;
- ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১৩ ধারা সংশোধনপূর্বক বাংলাদেশে কার্যরত সকল ব্যাংক কোম্পানীর আদায়কৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল অন্যূন ২০০ (দুইশত) কোটি টাকায় উন্নীতকরণ;

- ❖ জানুয়ারি, ২০০৯ এর মধ্যে Basel-II (New Capital Accord) বাস্তবায়নের নিমিত্তে Action Plan/Road map প্রণয়ন; এবং
- ❖ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০০৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৭(ছ) ধারা মোতাবেক কোন ব্যাংক কোম্পানী কর্তৃক তার মোট মূলধনের সর্বোচ্চ শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত কোন কোম্পানীর (সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত) বন্ড বা ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ; ইত্যাদি।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন

পুঁজিবাজার উন্নয়ন

বাজার অর্থনীতিতে পুঁজিবাজার উদ্বৃত্ত তহবিলের বিকল্প বিনিয়োগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। একটি দক্ষ ও স্বচ্ছ পুঁজিবাজার যে কোন দেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। পুঁজিবাজারের গভীরতা ও প্রসারতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা প্রয়োজন। এটি সম্ভব হতে পারে শুধুমাত্র একটি দক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক পুঁজিবাজার সৃষ্টির মাধ্যমে। এ উদ্দেশ্যে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর অধীনে ৮ জুন, ১৯৯৩ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। কমিশন পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও প্রবিধানমালা ইস্যুয়ার কোম্পানি স্টক এক্সচেঞ্জ ও পুঁজিবাজারের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক যথাযথভাবে পরিপালন করা নিশ্চিত করে থাকে।

পুঁজিবাজারে নতুন বিনিয়োগ

জুলাই ২০০৭ হতে মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত পুঁজিবাজারে ৪ টি কোম্পানির আইপিও (Initial Public Offer) এর মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগ হয়েছে ৪২.৫৬ কোটি টাকা । চারটি কোম্পানির ৪২.৫৬ কোটি টাকার বিপরীতে চাঁদা গ্রহণের পরিমাণ ছিল ৯২৬.৭৪ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে কোম্পানিসমূহের শেয়ার ক্রয়ের জন্য সাধারণ বিনিয়োগকারীগণের আবেদনের পরিমাণ ছিল পাবলিক ইস্যুর অঙ্কের ২১.৭৭ গুন, যা প্রাথমিক বাজারে সিকিউরিটিজ এর ব্যাপক চাহিদার পরিচায়ক।

ডিপজিটরি

ডিপজিটরি ব্যবস্থার আওতায় জুলাই ২০০৭ থেকে মার্চ ২০০৮ সময়ে সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিঃ এ ৩,০৪,০০০ বিও হিসাব খোলা হয়েছে এবং ২৯টি কোম্পানি সিডিএসভুক্ত হয়েছে। মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিঃ এ চালু বিও হিসাবের সংখ্যা ১৩,২১,৩১৯ টি এবং ১৪৭ টি কোম্পানি ডিপজিটরি ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। এর ফলে সিকিউরিটিজ এর লেনদেন নিষ্পত্তির সময় সীমা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এবং জাল শেয়ারের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে।

মুদারাবা পারপিচুয়াল বন্ড ইস্যু

কমিশন আলোচ্য সময়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডকে ১৫০ কোটি টাকার মুদারাবা পারপিচুয়াল বন্ড ইস্যুর সম্মতি প্রদান করেছে।

এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম

কমিশন জুলাই ২০০৭ থেকে মার্চ ২০০৮ সময়ে সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থ হওয়ায় ইস্যুয়ার কোম্পানি এবং অন্যান্য বাজার মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যে ১৬৮ জন এর বিরুদ্ধে সিকিউরিটিজ আইনের আওতায় এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

পুঁজিবাজার সুচারুভাবে পরিচালনা ও এর উৎকর্ষতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের পুঁজিবাজার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বাজার মধ্যস্থতাকারীদের পুঁজিবাজার সম্পর্কে জ্ঞান দান এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচ্য সময়ে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করেছে। উক্ত কার্যক্রমে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের মোট ৪৬৯ জন অনুমোদিত প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন। কমিশন ২০০৭ - ২০০৮ সময়ে (মার্চ পর্যন্ত) কমিশন কার্যালয়ে মাসে দুটি করে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের জন্য শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করেছে, যাতে ৪২৮ জন সাধারণ বিনিয়োগকারী অংশগ্রহণ করেছেন।

পুঁজিবাজার উন্নয়ন বিষয়ক প্রকল্প

পুঁজিবাজারের সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক ও জনসম্পদের উন্নয়ন এবং তদারকী কার্যক্রম আরো উন্নত করার লক্ষ্যে কমিশন বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে "Improvement of Capital Market Governance Programme" নামক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

Financial Reporting Council and Bangladesh Institute of Capital Market গঠন: তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহ যাতে বস্তুনিষ্ঠ ভাবে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে এবং তা যেন যথাযথভাবে নিরীক্ষিত হয় সে লক্ষ্যে Financial Reporting Council নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য কমিশন কাজ করছে। এছাড়া পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারী, মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রশিক্ষণ দান এবং কোম্পানিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের উন্নতিকল্পে ''Bangladesh Institute of Capital Market" নামক একটি সিকিউরিটিজ ইনস্টিটিউট স্থাপন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে ।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০০৭ সালের জুন মাসের ৩২৫ টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৩৬৮ টিতে দাঁড়ায়। ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ এ ট্রেডিং শেষে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন ও ডিবেঞ্চারের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪,৮৮৬ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন ২০০৭ এর ১৬,৪২৮ কোটি টাকার তুলনায় ৫১.৪৯ শতাংশ বেশী। ৩০ জুন, ২০০৭ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৭,৫৮৫ কোটি টাকা, যা ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ ট্রেডিং শেষে ৮০,৯৪২ কোটি টাকার তুলনায় ৬৪.৬২ শতাংশ বেশী । ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক ২০০৭ সালের জুন মাসের শেষে ছিল ১৭৬৪.১৮, যা ফেব্রুয়ারি ২০০৮ এর শেষে ২৪৭৬.৩৭ তে দাঁড়ায় ।

সারণি ৫.৮: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক বিবরণী

নির্দেশক	৩০ জুন, ২০০৭	২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮	% বৃদ্ধি
তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ডিবেঞ্চার এবং সরকারি বন্ডসহ)	৩২৫	৩৬৮	১৩.২৩
ইস্যুকৃত মূলধন এবং ডিবেঞ্চার (কোটি টাকায়)	১৬,৪২৮	২৪,৮৮৬	৫১.৪৯
বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	৪৭,৫৮৫	৮০,৯৪২	৬৪.৬২
সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক	১৭৬৪.১৮	২৪৭৬.৩৭	৪০.৩৬

উৎসঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ

সারণি ৫.৯: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ট্রেডিং অপারেশন

সাল/মাস	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চারসহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ মাস/বছর (কোটি টাকায়)	সার্বিক/ সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক
২০০০	২৪১	৭	৩১১৯.২০	৬২৯২.৪০	৪০৩৬.৪৮	৬৪২.৬৮
২০০১	২৪৯	১১	৩৩৪৫.৪৩	৬৫২২.২৮	৩৯৮৬.৯৩	৮১৭.৭৯
২০০২	২৬০	৮	৩৫২০.৩০	৭১২৬.২০	৩৪৯৮.৪৯	৮২২.৩৪
২০০৩	২৬৭	১৪	৪৬০৫.৫০	৯৭৫৮.৭০	১৯১৫.২১	৯৬৭.৮৮
২০০৪	২৫৬	২	৪৯৫৩.২০	২২৪৯২.৩০	৫৩১৮.১১	১৯৭১.৩১
২০০৫	২৮৬	২২	৭০৩১.৩০	২৩৩০৭.৫০	৬৪৮৩.৪৮	১২৭৫.০৫
২০০৬	৩১০	১২	১১৮৪৩.৭	৩২৩৩৬.৮	৬৫০৬.৯৩	১৩২১.৩৯
২০০৭	৩৫০	১৪	২১৪৪৭	৭৫৩৯৫	৩২২৮২.০১	২৫৩৫.৯৬
২০০৮						
জানুয়ারি	৩৬১	-	২৩৪৭১	৭৮৭৪০	৩৩৪৪.৭২	২৪৪৯.৪৫
ফেব্রুয়ারী	৩৬৮	-	২৪৮৮৬	৮০৯৪২	৩৯৯৫.৩২	২৪৭৬.৩৭

উৎসঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ

৯ ডিসেম্বর,২০০৩ ইং থেকে ওয়েটেড এভারেজ সূচক প্রত্যাহার করে সার্বিকভাবে সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক পদ্ধতিতে (Z-গ্রুপ বাদ দিয়ে) গণনা করা হচ্ছে। ডিসএসইতে সূচকের ভিত্তি ছিল ১০০। মার্চ ২৮, ২০০৫ হতে সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক পুন:প্রবর্তন হয়।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা জুন ২০০৭ মাসের ২১৯টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০০৮ এ ২৩১টিতে দাঁড়িয়েছে। উক্ত এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন ও ডিবেঞ্চারের পরিমাণ জুন ২০০৭ এর শেষে ৮১০৩.২৯ কোটি টাকা থেকে ১৪.২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি ৯,২৫৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ জুন ২০০৭ এ ৩৯,৮৪৯ কোটি টাকা থেকে ৬০.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০০৮ এ দাঁড়ায় মোট ৬৩,৯৪৪ কোটি টাকায়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সকল শেয়ার মূল্যসূচক জুন ২০০৭ শেষে ৫১৯৪.৭৭ এ দাঁড়ায়, যা ফেব্রুয়ারি ২০০৮ এর শেষে ৭৫৩৬.৯৩ এ উন্নীত হয়।

সারণি ৫.১০: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক বিবরণী

নির্দেশক	৩০ জুন ২০০৭	২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮	% বৃদ্ধি
তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	২১৯	২৩১	৫.৪৮
ইস্যুকৃত মূলধন এবং ডিবেঞ্চার (কোটি টাকায়)	৮১০৩.২৯	৯,২৫৯	১৪.২৬
বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	৩৯,৮৪৯	৬৩,৯৪৪	৬০.৪৬
সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক	৫১৯৪.৭৭	৭৫৩৬.৯৩	৪৫.০৫

উৎসঃ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ

* ৯ ডিসেম্বর,২০০৩ ইং হতে ওয়েটেড এভারেজ সূচক প্রত্যাহার করে সার্বিকভাবে সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক পদ্ধতিতে (Z-গ্রুপ বাদ দিয়ে) গণনা করা হচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে সিএসইতে সূচকের ভিত্তি ১০০০।

সারণি ৫.১১ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের ট্রেডিং অপারেশন

সাল/ মাস	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ মাস/বছর	সার্বিক/ সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক
২০০০	১৬৫	৩	২৭২৬.৬০	৫৭৭৬.৫৫	১২৯৩.৩৮	১৪১২.২৫
২০০১	১৭৭	৯	২৯৬৫.২৭	৫৬৩৬.৩৫	১৪৭৯.৬২	১৮৩৬.৮৭
২০০২	১৮৫	৯	৩১০৭.৯৯	৬০৪৬.৭৭	১৩৫৮.৬১	১৮৪১.১৪
২০০৩	১৯৫	১০	৪১৯৬.৭৬	৮৫৩১.২৩	৬৬৮.৮৬	১৬৪২.৭৮
২০০৪	১৯৯	৩	৪৬৯৭.৮৭	২১৫০১.০৮	১৭৫৫.১৩	৩৫৯৭.৭০
২০০৫	২১০	১৬	৫৫৫১.৯৩	২১৯৯৪.২৮	১৪০৪.২৭	৩৩৭৮.৬৮
২০০৬	২১৩	৬	৬৯৩৭.৮৪	২৭০৫১.০৭	১৫৮৯.৩১	৩৭২৪.৩৯
২০০৭	২২৭	১৩	৮৯১৭.৩৯	৬১২৫৮	৫২৫৯.০৩	৭৬৫৭.০৬
২০০৮						
জানুয়ারি	২৩০	-	৯১৬৩	৬২৯৬১	৪৯৯.৮০	৭৪৫৪.৯১
ফেব্রুয়ারি	২৩১	-	৯২৫৯	৬৩৯৪৪	৬৯৫.৪৪	৭৫৩৬.৯৩

উৎসঃ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ

* ৯ ডিসেম্বর,২০০৩ ইং হতে ওয়েটেড এভারেজ সূচক প্রত্যাহার করে সার্বিকভাবে সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক পদ্ধতিতে (Z-গ্রুপ বাদ দিয়ে) গণনা করা হচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে সিএসইতে সূচকের ভিত্তি ১০০০।